'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে বিদূষকের চরিত্র ও নাটকের অগ্রগতিতে বিদূষকের ভূমিকা আলোচনা কর।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জগতে নায়কের নর্মসহচর হিসেবে **বিদূষক চরিত্রটি** এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অস্বাভাবিক চেহারা, অদ্ভুত বেশভূষা, বিচিত্র কথনভঙ্গী, অকারণে কলহ ইত্যাদি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র-সম্মত হাস্যোদ্রেকের যাবতীয় উপকরণ এবং তদতিরিক্ত কিছু মানবীয় গুণে বিভূষিত এই বিদূষক হল নাটকের এক অন্যতম চরিত্র।**' সুধাকরে'** বিদূষকের লক্ষণ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে–**'বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাষ্যকারী বিদূষকঃ'।** সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথের মতে বিদূষকের কাজ, শরীর,পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্তা দ্বারা সে সকলের হাসির উদ্রেক করবে এবং সে হবে ভোজনরসিক এবং তার নাম হবে **বসন্ত** বা **বসন্তকুমারের** নাম অনুসারে।**'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের বিদূষকচরিত্রটিও এই সকল বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।সে হল মহারাজ দুষ্যন্তের নর্মসহচর। বসন্তের নাম অনুসারে তার নাম **'মাধব্য'।**মৃগয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বাঁচতে অঙ্গভঙ্গ বিকলের মত দাঁড়িয়ে থেকে এবং রাজা ও সেনাপতির সাথে নানা কথায় দ্বিতীয় অঙ্কে সে হাসির উদ্রেক করে। ষষ্ঠ অঙ্কেও হাতের হাস্যকর দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা কদর্পবাণ নাশের জন্য আম্রমঞ্জরীতে আঘাত করতে গিয়ে সে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

এখন বিদূষক চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপঃ–

অ)সুখবিলাসী,আয়াসবিমুখ বিদূষক হলেন বিশ্রামের অভিলাষী এবং ভোজনরসিকঃ–দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখি-রাজা মৃগয়ায় ব্যস্ত।বিদূষককেও রাজার সঙ্গে থাকতে হয়। কিন্তু এই ব্যসনে বিদূষকের নিতান্তই অরুচি। নিয়মিত আহার জোটে না,প্রখর রোদে বন থেকে বনান্তরে ছোটাছুটিতে দেহের সকল সন্ধিতে বেদনা,পাতা-পচা গিরি-নদীর জল পান,শূলে পোড়ানো মাংসমাত্র আহার,পাখী -শিকারীদের চিৎকারে অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ- এসকল অন্তহীন অভিযোগ ছিল বিদূষকের।
বিদূষকের অভিলাষ নিবেদনের ভঙ্গীও বিচিত্র।দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়ে অঙ্গভঙ্গবৈকল্যের অভিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদূষকের প্রত্যুত্তর-'নিজের তা নয়চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়ে অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করছেন?।বিদূষকের উক্তি- **"কুতঃ কিল স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি।"**রাজা না বোঝার ভাণ করলে বিদূষক আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন–**"ভো বয়স্য,বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিং আত্মনঃ প্রভাবেণ,ননু নদীবেগস্য।"**

বিশ্রামের দীর্ঘ আশায় বিদূষকের উক্তি-দেখি যদি এত করেও একটু বিশ্রাম মেলে- ' **যদি এবম্ অপি নাম বিশ্রামং লভেয়'।** বিশ্রামের পর রাজা যখন তাঁর একটা কাজে বিদূষকের সাহায্য চাইলেন তখন **'মোদক ভক্ষণের কাজে যদি হয় তবে যোগ্য লোকই রাজা বেছেছেন'-** এই উত্তরে বিদূষকের ভোজন বিলাসিতার পরিচয় মেলে। এমনকি ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার দুঃখে সান্ত্বনা দানের সময়েও **'ক্ষুধা কি আমায় খেয়ে ফেলবে' -** এই উক্তিতে বিদূষকের বুভুক্ষা-কাতরতার পরিচয় মেলে।

আ) বিদূষক হলেন রাজার একান্ত প্রিয়পাত্রঃ- বিদূষক কেবলমাত্র রাজার নর্মসহচর নয়,সে রাজার বন্ধু। রাজার প্রশ্রয়ে নির্ভয় **বিদূষক** তাই শকুন্তলার প্রতি প্রণয়ালাপের ব্যাপারে যথেচ্ছভাবে মন্তব্য করেছেন যথা-

১) **"তেন হি লঘু পরিত্রায়তাম্ এনাং ভবান্"।**

২)"ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তব অঙকং সমারোহতি"

এসবকথায় শুধু পরিহাসই নয়, রাজার আচরণের প্রতি সুহৃদসুলভ সমালোচনাও আছে। তিনি যে কেবল রাজার প্রিয়পাত্র তা নয়।স্বয়ং রাজমাতা ও তাঁকে পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন।

ই) সৌন্দর্যরসিক হিসেবে বিদূষকঃ- রাজা বিদূষকের কাছে শকুন্তলার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করায় বোঝা যায়, সে ছিল অর্থাৎ বিদূষক ছিল সৌন্দর্যরসিক।দুর্বাসার শাপে শকুন্তলার স্মৃতিহারা দুষ্যন্ত যখন স্বনামাঙ্কিত আংটি ফিরে পেয়ে আবার স্মৃতি ফিরে পেলেন এবং বিরহ বেদনা বিনোদনের জন্য দুই সখী সহ শকুন্তলার সুন্দর ছবি অঙ্কন করলেন।বিদূষক তা দেখে সেই ছবির যেমন প্রশংসা করেছে এবং আগে কোনদিন না দেখেও শকুন্তলার ছবি কোন্ টি তা নির্দেশ করেছে,তাই থেকে **বিদূষকের সৌন্দর্যবোধ ও চিত্ররসজ্ঞতার** পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈ) বিরহাতুর রাজার প্রতি বিদূষকের সান্ত্বনাদাতার ভূমিকা অপূর্বঃ-ষষ্ঠ অঙ্কে আমরা দেখি- রাজা বিরহাতুর হলে,বিদূষক রাজাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।১) **'ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না', ২)"সৎপুরুষ কখনো শোকে অভিভূত হয় না।প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত কম্পিত হয় না"-** এসব কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে ভাবতে অবাক লাগে। শকুন্তলাকে মেনকা নিয়ে গিয়েছে-রাজার এই ধারণায় বিদূষকের আশ্বাস- **'তবে শীঘ্র আপনার তার সঙ্গে মিলন হবে-কেননা,কোন মা-বাবাই মেয়ের দুঃখ দেখতে পারে না' -**এখানেও বিদূষকের গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। শকুন্তলার প্রতি রাজার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পেয়ে বিদূষক নিজেই অবাক হচ্ছেন-কি করে তুচ্ছ অভিজ্ঞানের অভাবে রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না।প্রেমানুভূতির মর্মজ্ঞ না হলে এরকম কথা বলা যায় না।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটিতে কাহিনীর অগ্রগতিতে বিদূষকের ভূমিকাঃ-

আলোচিত নাটকটিতে কাহিনীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিদূষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিদূষক রাজার সাথে শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে উপস্থিত থাকলে দুর্বাসার অভিশাপ সত্ত্বেও শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান সহজ হত না। তাই তাকে রাজমাতার ব্রতে পুত্রকৃত্য করতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়,তার স্মৃতিশক্তি ও বিষয়বোধও যথেষ্ট ছিল। তাই যাবার সময় রাজা বিদূষকের হাত ধরে বলে দিলেন যে, শকুন্তলা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা সবই পরিহাস, সত্য নয়- **"পরিহাসবিজল্পিতং সখে ন পরমার্থেন গৃহ্যতাং বচঃ।"**তা সত্ত্বেও পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের সময় সে যাতে উপস্থিত না থাকে সেই উদ্দেশ্যে আবার অবহেলিতা রাণী হংসপদিকাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে মহাকবি তাকে রাজান্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।বিদূষক ঐ সময় উপস্থিত থাকলে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান সহজ হত না এবং দুর্বাসার শাপ ও পরে অঙ্গুরীয়ক দর্শনে শাপনিবৃত্তি তথা**'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নামকরণটি তাৎপর্য হারাত। তাছাড়া এর ফলে কাব্যরসসমৃদ্ধ ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্ক অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেত এবং পার্থিব কামবীজকে স্বর্গীয় প্রেমফলে উত্তীর্ণ করার কবিপ্রয়াসও ব্যাহত হত। সুতরাং **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকটিতে বিদূষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।